ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
এর
সুবর্ণজয়ন্তী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র শনিবার ০১ জানুয়ারি ২০২২ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আমি টিসিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতির সাথে টিসিবি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৬৬নং আদেশ বলে টিসিবি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ৫০ বছর টিসিবি শিল্প, কল-কারখানার কাঁচামাল যোগান ও মৌলিক চাহিদা পূরণের উপকরণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদাও অনেক পণ্যই যোগান দিয়ে দেশ পুনর্গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।

একসময় টিসিবি শুধু বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনীতি সম্প্রসারিত হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত দুরূহ। তা সত্ত্বেও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার হতে সংগ্রহপূর্বক আপৎকালীন মজুদ রক্ষা করে খাদ্য নিরাপত্তাসহ বাজারে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পবিত্র রমজান মাসসহ সারা বছর চিনি, ভোজ্যতেল, মসুর ডাল ইত্যাদি পণ্যসমূহ ন্যায্যমাম্রে ট্রাকে ডিলারদের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে টিসিবি'র এ ধরনের কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টিসিবি ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের অব্যাহত সরবরাহের মাধ্যমে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে তোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

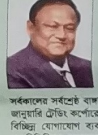

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিপ্রায়ে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবিন্যস্ত রপ্তানি ইত্যাকার সংকটকালে নিত্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জুরুরিভিত্তিতে সরবরাহ এবং সাশ্রয়ীমূল্যে ভোক্তার অনুকূলে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য মূলত এ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ। টিসিবির সুবর্ণজয়ন্তীর এই আনন্দঘন উৎসবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ভোক্তাসাধারণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জনহিতকর চিন্তার পথিকৃৎ হিসেবে স্বপ্নর কবি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি আজ এক মহিরুহে রূপান্তরিত হয়েছে।

টিসিবি আজ আপৎকালীন মজুদ গড়ার সাথে সাথে শুধু নিত্যি জিনিস নিত্যপণ্য যেমন তেল, চিনি, মশুর ডাল, পেঁয়াজ, ছোলা ইত্যাদি ভোক্তাদের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে সরবরাহ করার মাধ্যমে বিস্তর বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে টিসিবি সারাবছর কাজের পণ্যসামগ্রী ট্রাকসেলের মাধ্যমে শহর থেকে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে যেতে। আর এর সুফলে ভোক্তা কতকাংশ সাশ্রয়ী হচ্ছেই ও প্রাকৃতিক জনগোষ্ঠী। এর পরিসংখ্যান দেখা যায়, যাদিজা মজুদাগারের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পর ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২ লাখ ৮৮ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী দেশের ৪ কোটি ৫৮ লাখ ৫২ হাজার ৯ শত পরিবারের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে বিক্রি করেছে। ফলে ১৮৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯ হাজার ০৬ শত মানুষ (একজন একাধিক বার প্রাপ্ত হিসেবে) সরাসরি উপকৃত হয়েছে। এজাতে সাধারণ মানুষের সেবাদানে টিসিবি'র আজ নিরঙ্কবাংগ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। দেশের অধিক সংখ্যক ভোক্তারা যাতে সহজে টিসিবির পণ্য কিনতে পারে সেজন্য টিসিবির প্রয়োজনীয় জনবল ও ট্রাকসেলের পরিধি বাড়াতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এমনকি টিসিবি'র বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মনিটরিংসে পণ্য ক্রয়ে ভর্তুকির অর্থ পেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তাই এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং ভবিষ্যতে সমস্ত প্রকার দিন-দুরিদ্র্যপাকে মানুষের পাশে থেকে নির্ভেজে সেবা নিশ্চিত করে যাবে এটাই আমার প্রত্যাশা। টিসিবির সুবর্ণজয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(টিপু মুনশি, এমপি)

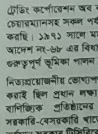

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর ৫০ বছর পূর্তির এই সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে টিসিবি'র চেয়ারম্যানসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ১২ মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-৬৬ এর বিধানমতে টিসিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে বিভিন্ন জাতীয় প্রয়োজনে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে ভোক্তা সাধারণকে সরবরাহ করা ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আশির দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাইভেট ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সীমিত হয়ে আসে। পরবর্তীতে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় জোরদারে সরকারি উদ্যোগের অগ্রহিরবাবা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার টিসিবিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি এখন সারাবছর কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে সরবরাহ অব্যাহত রেখে বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ও মানবিক প্রয়োজনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ সাশ্রয়ীমূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট সরবরাহ করে আসছে। দেশের মোট চাহিদার স্বল্পতায় টিসিবি'র সরবরাহ ক্ষমতা সীমিত হলেও বাজারে টিসিবি'র উপস্থিতি পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এমনকি করোনাকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় টিসিবি'র পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের হার কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে টিসিবির পণ্য ক্রয়ের ভর্তুদ্দি অর্থপ্রাপ্তি যেন নির্বিঘ্ন ও দ্রুতকরণ হয় সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে টিসিবি'র পণ্য একটি গ্রহণযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে সারাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। টিসিবি'র সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের মাধ্যমে এই অর্জিত গৌরব ও সাফল্যকে ধরে রাখতে হবে এবং ধারাবাহিকতাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। মধ্যমেরি কেটিজি-১৯ এর পুরো সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টিসিবি'র কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে যেভাবে ভোক্তাসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছেন একইভাবে ভবিষ্যতে তারা দায়িত্বের দিনগুলোতেও নিরলসভাবে কাজ করে যাবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ হতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রায় সামিল হতে সক্ষম হবে।

তপন কান্তি ঘোষ

টিসিবিঃ এক গৌরবময় পথ চলা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান, পিএসসি
চেয়ারম্যান, টিসিবি

ভূমিকা: স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক অবিস্মরণীয় সৃষ্টির মধ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা অন্যতম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সড়ক পথ, রেলপথ ও সমুদ্রবন্দর হয়ে পড়ে ব্যবহার অনুপযোগী। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দেয়। সড়ক পথ, রেলপথ ও সমুদ্রবন্দর হয়ে পড়ে ব্যবহার অনুপযোগী। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সর্বস্তরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজন